বাংলার সাপ

ডাঃ শিবব্রত পট্টনায়েক

বাংলার সাপ

ডাঃ শিবব্রত পট্টনায়েক

লেখক - ডাঃ শিবব্রত পট্টনায়েক
email : pattanayak1966@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও
সৌন্দর্যায়ণে - **ডাঃ অভিজিৎ বারুই**

© লেখক

মূল্য - ৭০ টাকা

আমাদের দেশে প্রতি বছর অনেক মানুষ সাপে কামড়ানোর কারণে মারা যান। সরকারী হিসাবে এই সংখ্যাটি ১৫০০ থেকে ২০০০-এর মধ্যে হলেও নানান বেসরকারী হিসাবে আমাদের দেশে প্রতিবছর ৪৫,০০০ থেকে ৫০,০০০ মানুষ সাপের কামড়ে মারা যান। দুই হিসাবের এই বিশাল পার্থক্য থাকার কারণ হল অনেক সাপে কামড়ানো রুগীকেই হাসপাতালে না এনে ওঝা, গুনীন ইত্যাদির কাছে চিকিৎসা করানো হয়।

সারা পৃথিবীতে প্রায় ২৫০০ প্রজাতির সাপের খবর আমাদের জানা। আমাদের দেশে মোটামুটি ২৩৬ প্রজাতির সাপের হদিস এখন অবধি জানা গেছে, যাদের মধ্যে ৫০টি প্রজাতি হল বিষধর। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের স্থলভাগে মোটামুটিভাবে ২৬টি প্রজাতির সাপের দেখা মেলে।

: কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় :

- সাপের কোনো কান নেই, তাই এরা কিছু শুনতে পায় না। অবশ্য ফুসফুসের সাহায্যে এরা আশেপাশের জমির কম্পন খুব সুন্দরভাবে অনুভব করতে পারে।
- সাপের দৃষ্টিশক্তি খুব ভালো নয়। এরা স্থায়ী কোনোকিছুকে বিপজ্জনক বলে মনে করে না। সেজন্য সাপ দেখে কেউ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে সাপ পাশ দিয়ে চলে যায়, কামড়ায় না।
- অধিকাংশ প্রজাতির সাপের গন্ধ অনুভব করার ক্ষমতা খুবই ভালো। চেরা জিব দিয়ে বাতাস থেকে ধরে আনা নানান ধরনের গন্ধের কণা এরা মুখের ভেতর উপরের দিকে থাকা জ্যাকবসন অঙ্গ নামের একটি জায়গায় নিয়ে যায়। এর সাহায্যে এরা নানানরকম গন্ধ বুঝতে পারে। এভাবে এরা খাদ্যের সন্ধান পায়, নিজের প্রজাতির সাপকে খুঁজে পায়, বিপদেরও হদিস পায়।
- সাপ হল ঠাণ্ডা রক্তের প্রাণী। সেজন্য সাপের গায়ে হাত দিলে ঠাণ্ডা লাগে। এরা অত্যধিক ঠাণ্ডা বা গরম সহ্য করতে পারে না। শীতকালে এরা জবুথবু হয়ে শুয়ে থাকে, যাকে বলা হয় সাপের শীত ঘুম। অত্যধিক গরমেও এরা মারা যায়।

* স্থলবাসী সাপ সাধারণতঃ দিন অথবা রাত্রি যে কোনো একটিকে ঘুরে বেড়িয়ে খাবার খোঁজার জন্য বেছে নেয়। আমাদের রাজ্যের সমস্ত বিষাক্ত সাপ রাত্রিবেলা ঘোরাফেরা করতে পছন্দ করে। তবে আধো অন্ধকার দিনের বেলায়ও (বর্ষকালে বা সন্ধ্যার আগে) এদের কখনও সখনও দেখা যায়।
* সাপ মাঝেমধ্যে তাদের চামড়ার বাহিরের অংশ ছেড়ে বেরিয়ে আসে, একে সাপের খোলোস ছাড়া বলে। কমবয়সী সাপ তাড়াতাড়ি বাড়ে, তাই ঘনঘন এভাবে খোলোস ছাড়ে।
* বদ্ধ পরিবেশে অধিকাংশ সাপ ১০-২০ বছর বাঁচে।
* অধিকাংশ সাপ গাছে চড়তে পারে এবং প্রায় সব প্রজাতির সাপই জলে সাঁতার কাটতে পারে। কিছু কিছু জাতের সাপ আবার গাছে থাকতেই অভ্যস্ত (কালনাগিণী, বেত আছড়া)।
* সামুদ্রিক সাপের লেজের দিকের অংশ মাছের মতো, যদিও এদের কোনো ফুলকা বা কানকো নেই। এই ধরনের লেজের সাহায্যে এরা সমুদ্রের মধ্যে সাঁতার কেটে বেড়ায়।

: সাপের খাবার-দাবার :

* সাপ শরীরে অনেকটা চর্বি জমিয়ে রাখতে পারে, সেজন্য সাপের প্রতিদিন খাবার খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। একবার খেলে জমানো চর্বি ভাঙিয়ে এদের অনেকদিন চলে যায়।
* সাপ কোনো তরল পদার্থ পান করতে পারে না। এদের চেরা জিভ স্পঞ্জের মতো করে জল শুষে নিতে পারে। এভাবেই এরা জলের প্রয়োজন মেটায়।
* অনেক প্রজাতির সাপ, বিশেষতঃ শাঁখামুঠি ও শঙ্খচূড় প্রধানত অন্যান্য বিষাক্ত বা নির্বিষ প্রজাতির সাপ খেয়ে বেঁচে থাকে। কিছু কিছু প্রজাতির সাপ, যেমন কালাচ ও চন্দ্রবোড়া নিজেদের জাতের ছোট ছোট সাপ ধরে খায়।

: সাপের প্রজনন :

অধিকাংশ প্রজাতির সাপ বছরে একবার বাচ্চা দেয়। অধিকাংশ সাপ ডিম পাড়ে, পরে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে আসে। স্থলবাসী সাপের মধ্যে চন্দ্রবোড়া, ধূলাবোড়া ও লাউডগা সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে।

- সাপ কেবলমাত্র নিজের প্রজাতির মধ্যে মিলনের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে।
- পুরুষ ও স্ত্রী সাপ একে অপরকে এক ধরনের গন্ধের মাধ্যমে খুঁজে নেয়। সাপের পেটের তলায় পায়ু ছিদ্রের কাছাকাছি অংশে এই গন্ধ উৎপাদক গ্রন্থি থাকে। প্রতিটি প্রজাতির সাপ স্ত্রী ও পুরুষভেদে নির্দিষ্ট গন্ধের মাধ্যমে অনেকদূর থেকে একে অন্যের খোঁজ পেয়ে যায়।
- ডিম পাড়ার পর স্ত্রী সাপ সেই ডিমের উপর বেশ কিছুদিন বসে থেকে তা দেয়। সাপের ডিমের খোলস পাখির ডিমের মতো শক্ত নয়, কাপড়ের মতো নরম।
- ডিমের ঢাকনা ছিঁড়ে পরিণত সাপের বাচ্চা বের হয়। এদের নাকের উপর বসানো ডিম-দাঁতের মাধ্যমে এরা এই ঢাকনা ছিঁড়ে ফেলে। এই ডিম-দাঁত পরে নষ্ট হয়ে যায়।
- বিষাক্ত সাপের সদ্যজাত বাচ্চার কামড়েও মানুষের মৃত্যু হতে পারে।

: পশ্চিমবঙ্গের স্থলভাগের সাপ :

স্থলভাগের সাপগুলিকে নির্বিষ, প্রায় নির্বিষ এবং বিষধর সাপ— এই তিনভাগে ভাগ করা যায়।

১. **নির্বিষ সাপ**— পুঁয়ে, হেলে, জলধোড়া, কেঁথোচিতি, বালিবোড়া, ধূলাবোড়া, দাঁড়াস, অজগর বা ময়াল, ঘেসোচিতি, উদয়কাল।

২. **প্রায় নির্বিষ সাপ**— বেত আছড়া, লাউডগা, কালনাগিণী, মেটেলি, গাংবোড়া, বঙ্করাজ, কাদা সাপ।

৩. **বিষধর সাপ**— কালাচ, শাঁখামুঠি, গোখরো, কেউটে, চন্দ্রবোড়া, শঙ্খচূড়, প্রবালসাপ, নোনাবোড়া, গেছোবোড়া।

সমুদ্রসাপ— বঙ্গোপসাগরে মোটামুটি ২০ প্রজাতির সাপ দেখতে পাওয়া যায়, যার প্রায় সবগুলিই মারাত্মক বিষাক্ত। আমাদের ভাগ্য ভালো, এরা সাধারণতঃ মানুষকে কামড়ায় না।

: সাপের বিষ :

- সাপের বিষ হল সাপের পাচক রস, আমাদের লালা বা থুথুর মতো। আমাদের লালাগ্রন্থির মতো সাপের বিষগ্রন্থি আছে। এই বিষগ্রন্থি থেকে তৈরি হওয়া বিষ একটি থলির মধ্যে জমা থাকে। বিষথলির সঙ্গে সাপের বিষদাঁতের যোগ আছে। বিষধর সাপ কামড়ানোর সময় এই বিষথলিতে চাপ পড়ে, আর বিষদাঁতের মাধ্যমে বিষ ক্ষতস্থানের ভেতরে পৌঁছে যায়।
- বিষাক্ত সাপ কামড়ানোর সময় গড়পড়তা যে পরিমাণ বিষ ক্ষতস্থানে ঢালে, তাতে মোটামুটি ৪-৫ জন মানুষকে মেরে ফেলার মতো বিষ থাকে।
- সাপ সব সময় সমান বিষ ক্ষতস্থানে ঢালতে পারে না। অনেকসময় কোনো বিষই ঢালতে পারে না। চন্দ্রবোড়া সাপ তো অর্ধেক সময়ই কোনো বিষ ঢালতে পারে না।
- কোনো খাদ্য খাওয়ার ঠিক পরপর কামড়ালে বা কোনো কারণে বিষ ঠিকমতো ঢালতে না পারলে বিষাক্ত সাপের কামড়েও মানুষ মারা নাও যেতে পারে।

: সাপে কামড়ানোর চিকিৎসা :

আমাদের দেশের বিষাক্ত সাপগুলির মধ্যে কালাচ, কেউটে, গোখরো, চন্দ্রবোড়া এবং ফুরসা (আমাদের রাজ্যে নেই) সাপের বিষের প্রতিরোধী অ্যান্টিভেণাম একই সাথে তৈরি করা হয়। এই অ্যান্টিভেণাম সরকারী হাসপাতালে পাওয়া যায়। শঙ্খচূড়, শাঁখামুঠি, প্রবালসাপ বা সমুদ্রের সাপগুলির বিষের প্রতিরোধী অ্যান্টিভেণাম আমাদের দেশে তৈরি করা হয় না। এদের মানুষকে কামড়ানোর খবর খুব কমই পাওয়া যায়।

- ✷ বিষাক্ত সাপে কামড়ানোর একমাত্র চিকিৎসা হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে অ্যান্টিভেণাম ইনজেকসন দেওয়া। এছাড়াও ডায়ালিসিস করা, অ্যালার্জি নাশক, জীবানুনাশক এবং অন্যান্য ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।
- ✷ মনে রাখতে হবে বিষাক্ত সাপে কামড়ানোর সময় যদি উপযুক্ত পরিমাণ বিষ ক্ষতস্থানে চলে যায়, তাহলে রোগীকে অ্যান্টিভেণাম দেওয়া ছাড়া কোনো ভাবেই বাঁচানো সম্ভব নয়।
- ✷ নির্বিষ সাপের কামড়ে বা বিষাক্ত সাপের বিষহীন কামড়েও রোগী ভয়ে মারা যেতে পারেন। রোগীকে সাহস যোগানো অবশ্যই দরকার।
- ✷ কোনোরকম তন্ত্র-মন্ত্র, শেকড়-বাকড়, জড়ি-বুটি, বিষ নামানো, পাথর বসানোর মতো পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে সাপের বিষের বিষক্রিয়া বন্ধ করা যায় না।

কোমরে, গলায় বা হাতে বেঁধে রাখা শেকড়-বাকড় বা তাবিজ-মাদুলি মানুষের সাহস বাড়াতে পারে, কিন্তু সাপে কামড়ানো থেকে রক্ষা করতে পরে না।

নির্বিষ সাপ

১. পুঁয়ে

English Name : Worm Snake

Scientific Name :*Typhlops braminus*

মাটির তলায় পিঁপড়ে বা উইয়ের বাসায় অথবা জমে থাকা গাছের পচা ডালপালার মধ্যে এরা বাস করে। মানুষকে এরা আদৌ কামড়াতে পারে না।

squamates.blogspot.com

২. হেলে

English Name : Striped Keelback

Scientific Name :*Amphiesma stolata*

ধান জমি, পুকুরের পাড়, ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে এরা বাস করে। বৃষ্টির পরে কোনো উঁচু জায়গায় এই জাতের অনেক সাপকে একসাথে দেখা যায়।

bangkokherps.wordpress.com

৩. কেঁথোচিতি

English Name : Wolf Snake

Scientific Name :*Lycodon aulicus*

পাথর বা ইটের খাঁজে, মাটির বাড়ির ফোকরে, গাছের কোটরে এরা বাস করে। বিষাক্ত কালাচ সাপের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকার কারণে এরা অনেক সময় মানুষের হাতে মারা পড়ে।

commons.wikimedia.org

৪. জলঢোঁড়া

English Name : Checkered Keelback

Scientific Name : *Natrix piscator*

পুকুর, ডোবা, নালা, নদী ইত্যাদি জায়গার অগভীর জলে এদের দেখা যায়। আক্রান্ত হলে এরা কামড়ায়, তবে তাতে সামান্য জ্বালা-যন্ত্রণা ছাড়া অন্য কোনো সমস্যা হয় না।

www.treknature.com

৫. বালিবোড়া

English Name : Red sand Boa

Scientific Name : *Eryx johni*

বালিয়াড়ি ও পাথুরে এলাকায় ইঁদুর গর্তে বা অন্য ফাঁক-ফোকরে এরা বাস করে। হাজার চেষ্টা করেও এদের উত্তেজিত করা যায় না। লেজের দিকটি মোটা হওয়ায় এদের 'দুমুখো সাপ' বলে অনেক সময় প্রচার করা হয়।

dentistryandmedicine.blogspot.com

৬. ধুলাবোড়া

English Name : Common sand Boa

Scientific Name : *Eryx conicus*

পাথুরে জায়গায় বালি-পাথরের ফাঁকে, ইটের পাঁজায় এরা বাস করে। বিরক্ত হলে এরা কামড়ায়। এদের মোটাসোটা শরীরের সঙ্গে বিষাক্ত চন্দ্রবোড়া সাপের মিল আছে। এই সাপ কামড়ালে কুষ্ঠ হয় বলে একটি কুসংস্কার প্রচলিত আছে।

www.rtr-total.com

৭. দাঁড়াস বা ঢ্যামনা

English Name : Rat Snake

Scientific Name : *Ptyas mucosus*

ইঁদুর গর্ত, ধান জমির আশপাশে বা ধানের গোলার আশপাশে এরা বাস করে। গ্রামের মানুষ লম্বা আকৃতির এই সাপকে চেনে, তাই ভয় করে না। এরাও মানুষকে তেমন ভয় করে না।

www.flickr.com

৮. অজগর বা ময়াল

English Name : Rock Python

Scientific Name : *Python morulus*

পাথুরে গুহা, গভীর জঙ্গলের বড় বড় গাছের কোটর এবং সমুদ্র তীরের ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে এরা বাস করে। শিকার পেঁচিয়ে ধরে এরা গিলে খায়। ক্ষুধার্ত না হলে এরা শিকার করে না।

commons.wikimedia.org

৯. ঘেসোচিতি

English Name : Banded Racer

Scientific Name : *Argyrogena fasciolatus*

ঘন ঘাস জঙ্গল, ঝোপঝাড়, ইঁদুর গর্ত হল এদের বাসস্থান। এদের দেখা পাওয়া সহজ নয়, কারণ মানুষ সহ সমস্ত বড় বড় জীবজন্তুকে এরা এড়িয়ে চলে।

commons.wikimedia.org

reptile-database.reptarium.cz

১০. উদয়কাল

English Name : Banded Kukri

Scientific Name : *Oligodon arnensis*

পাথর বা ইঁটের খাঁজ, ভেঙে পড়া পুরানো ঘরবাড়ি, গাছের কোটর ইত্যাদি জায়গায় এরা বাস করে। বিষাক্ত শাঁখামুঠি সাপের সঙ্গে মিল থাকায় ভুল করে মানুষ এদের অনেক সময় মেরে ফেলে।

www.indiansnakes.org

picasaweb.google.com

প্রায় নির্বিষ সাপ

১. বেত আছড়া

English Name : Bronzeback Tree Snake

Scientific Name : *Dendrelaphis tristis*

এই সাপ বৃক্ষবাসী। বেতের বন, জঙ্গলের গাছের কোটর এদের প্রিয় বাসস্থান। এদের কামড়ে সামান্য জ্বালা-যন্ত্রণা হলেও মানুষের মৃত্যু হয় না।

arunrbharadwaj.wordpress.com

২. লাউডগা

English Name : Vine Snake

Scientific Name : *Ahaetulla nasutus*

ঝোপ-ঝাড়, সবজি বাগানের উঁচু গাছপালা ইত্যাদি জায়গায় এদের দেখা যায়। খুবই ভীতু সাপ, তবে রেগে গেলে কামড়াতে পারে। এরা মানুষের চোখ উপড়ে খায় বলে কুসংস্কার প্রচলিত আছে। এদের কামড়ে সামান্য জ্বালা-যন্ত্রণা হলেও মানুষের মৃত্যু হয় না।

lifeez4fun.blogspot.com

৩. কালনাগিণী

English Name : Flying Snake

Scientific Name : *Chrysopelea ornate*

জঙ্গলের গাছপালা, ঝোপঝাড়ে এদের দেখা যায়। মনসামঙ্গলে উল্লেখ করা বিষাক্ত সাপ কালনাগিণী বলে এদের মানুষ ভয়ঙ্কর বিষাক্ত মনে করলেও আদৌ এরা এত বিষাক্ত নয়। এদের কামড়ে সামান্য জ্বালা-যন্ত্রণা হলেও মানুষের মৃত্যু হয় না।

www.sevcikphoto.com

en.m.wikipedia.org

৪. মেটেলি

English Name : Olive Keelback

Scientific Name : ***Atretium Schistosum***

পুকুর, নালা, ডোবার জলে বা জলের আশপাশের গর্তে এরা বাস করে। অন্যান্য জলজ পোকার সঙ্গে এরা প্রচুর পরিমাণে মশার লার্ভাও খায়। এদের কামড়ে সামান্য জ্বালা-যন্ত্রণা হলেও মানুষের মৃত্যু হয় না।

www.projectnoah.org

৫. গাংবোড়া

English Name : Dog Faced Water Snake

Scientific Name : *Cerberus rhynchops*

আদতে এটি সমুদ্রের বাসিন্দা, কিন্তু ম্যানগ্রোভ অঞ্চল ছাড়াও জলের টানে খাঁড়ি অঞ্চলের খাল-বিল বা ধান জমিতে এরা অনেক সময় পৌঁছে যায়। এদের কামড়ে সামান্য জ্বালা-যন্ত্রণা হলেও মানুষের মৃত্যু হয় না।

home.gwu.edu

৬. বঙ্করাজ

English Name : Cat Snake

Scientific Name : *Boiga trigonata*

সরু, লম্বা আকৃতির এই সাপের চোখগুলি খুবই বড়। তাল, নারকেল বা পাম গাছ এদের প্রিয় বাসস্থান। এছাড়া বাঁশ ঝাড় ও অন্য ঘন জঙ্গলে এদের দেখা যায়। এক গাছ থেকে অন্য গাছে যাওয়ার সময় এরা মাটির ওপর দিয়ে খুব দ্রুত ছুটে যায়। এদের কামড়ে সামান্য জ্বালা-যন্ত্রণা হলেও মানুষের মৃত্যু হয় না।

www.indianaturewatch.net

৭. কাদা সাপ

English Name : Glossy Marsh Snake

Scientific Name : *Gerarda prevostiana*

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে এই সাপটি দেখা যায়। অবশ্য জোয়ারের সময় অন্যান্য জলাশয়েও এরা চলে আসতে পারে। জলাশয়ের আশেপাশে গর্তের মধ্যে দিনের বেলায় বিশ্রাম নিয়ে প্রধানতঃ রাতের বেলায় খাদ্য অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে। শান্ত প্রকৃতির এই সাপটি সাধারণতঃ মানুষকে কামড়ায় না। এর কামড়ে সামান্য জ্বালা-যন্ত্রণা ছাড়া কিছু হয় না।

www.indianaturewatch.net

১. কালাচ

English Name : Common Krait

Scientific Name : *Bungarus caeruleus*

ইঁটের খাঁজ, ইঁদুর গর্ত, ভাঙা বাড়ির জঞ্জাল স্তূপ, মাটির বাড়ির ফাটল ইত্যাদি জায়গায় এরা বাস করে। আমাদের রাজ্যের সমভূমির সাপের মধ্যে এটিই সবচেয়ে বেশি বিষাক্ত। খাবারের সন্ধানে গোয়ালঘর, রান্নাঘর থেকে শোবার ঘরের মেঝেতে রাখা জামাকাপড় বা বিছানাপত্র— সব জায়গায় এরা যেতে পারে। মানুষকে এরা খুব একটা ভয় করে না।

dangerous-snake-pics1.blogspot.com

২. শাঁখামুঠি

English Name : Banded Krait

Scientific Name : *Bungarus fasciatus*

ইঁটের স্তূপ, দীঘির পাড়ের ভাঙা বাড়ির ইঁট, পাথরের স্তূপ, ফোকর হল এদের প্রিয় বাসস্থান। মারাত্মক বিষাক্ত দীর্ঘাকৃতির এই সাপকে চেনা যায় ত্রিভূজ আকৃতির পিঠ এবং গায়ের হলুদ কালো রঙের জন্য। এরা মানুষের আশেপাশে থাকা পছন্দ করে না। এদের কামড়ানোর ঘটনা খুব কমই শোনা যায়।

gallery.pethobbyist.com

৩. গোখরো বা খরিশ

English Name : Indian Spectacled Cobra

Scientific Name : *Naja naja*

ইঁদুর গর্ত, ধান জমির পাশের ঝোপ, পুরোনো বাড়ি ইত্যাদি জায়গা এদের প্রিয়। ফণাওয়ালা এই সাপ ভয় পেলে ফণা তোলে আর জোরে শ্বাস নিয়ে শব্দ করে। ফণার পেছনে চশমা আকৃতির ছাপ দেখা যায়।

www.reptarium.cz

৪. কেউটে

English Name : Indian Monocled Cobra

Scientific Name : *Naja Kaouthia*

জিনগত ভাবে গোখরোর সাথে এদের অনেক মিল আছে। বিষের ধরণও প্রায় একই। এদের ফণার পেছনে গোল দাগ দেখা যায়। গায়ের রঙ এবং বাসস্থান অনুসারে এদের নানান রকম নামকরণ করা হয়েছে— তঁপ, কেলে ইত্যাদি।

www.indiansnakes.org

৫. চন্দ্রবোড়া

English Name : Russells Viper

Scientific Name : *Vipera russellii*

পাথরের খাঁজ, পুরানো পাতা জমে থাকা ঝোপঝাড়, ফার্মের আশপাশের নির্জন জমি ইত্যাদি এদের বিচরণ করার জায়গা। মারাত্মক বিষাক্ত এই সাপের আছে দুটি বড় বড় বিষ দাঁত, যা কামড়ানোর সময় ছাড়া অন্য সময় মুখের মধ্যে গোটানো থাকে। কামড়ানোর সময় এরা অনেকটা বিষ ঢালতে পারে।

www.venomousreptiles.org

৬. শঙ্খচূড়

English Name : King Cobra

Scientific Name : *Ophiophagus hannah*

চা-কফি বাগানে, ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে এবং পাহাড়ী গুহায় এরা বাস করে। এরা সংসারী সাপ এবং নিজেদের বাসা বানাতে পারে। মারাত্মক বিষাক্ত এবং আক্রমণাত্মক এই সাপ লোকালয় থেকে দূরে থাকা পছন্দ করে।

en.citizendium.org

৭. প্রবাল সাপ

English Name : Slender Coral Snake

Scientific Name : *Calliophis melanurus*

জঙ্গলের আশপাশের পচা গাছপালা, পাথরের খাঁজ, ইঁটের স্তূপ ইত্যাদি জায়গায় এরা বাস করে। এদের পেটের দিকটি প্রবালের মতো লাল, তাই প্রবাল সাপ নামকরণ করা হয়েছে। মানুষকে এড়িয়ে চলার কারণে এদের কামড়ানোর ঘটনার কথা শোনাই যায় না।

www.indianaturewatch.net

৮. নোনাবোড়া

English Name : Hook Nosed Sea Snake

Scientific Name : *Enhydrina schistosa*

আদতে সমুদ্রের বাসিন্দা। জোয়ারের জলের সাথে নদী বা খালে এরা অনেক সময় এসে পড়ে। খুবই শান্ত স্বভাব, সাধারণত মানুষকে কামড়ায় না।

randomlists.co

৯. গেছোবোড়া

English Name : Bamboo Pit Viper

Scientific Name : *Trimeresurus gramineus*

জলের আশপাশের ঠাণ্ডা জায়গার জঙ্গল এদের খুব প্রিয়। এছাড়া জঙ্গলে, বাঁশবনেও এরা বাস করে। উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে এদের হলদে রঙের প্রজাতিটি দেখা যায়। এই সাপ কামড়ানোর ফলে শিশুদের মৃত্যু হলেও হতে পারে, কিন্তু পূর্ণ বয়স্ক মানুষ ২-৩ দিন অসুস্থতা বোধ করে মাত্র।

calphotos.berkeley.edu

সমুদ্র সাপ

বঙ্গোপসাগরে মোটামুটি ২০ ধরনের সাপ দেখতে পাওয়া যায়, যার প্রায় সবগুলিই মারাত্মক বিষাক্ত। আমাদের ভাগ্য ভালো, এরা সাধারণতঃ মানুষকে কামড়ায় না।

www.siamensis.org
Hydrophis obscurus

www.flickr.com
Hydrophis spiralis

www.cspt.in
Hydrophis faciatus

www.siamensis.org
Praescutata viperina

www.arkive.org
Astrotia stokesi

explosionsoflife.tumblr.com
Enhydrina schistosa

reptiphoto.webnode.cz
Hydrophis cyanocinctus

www.indiansnakes.org
Hydrophis caerulescens

www.asergeev.com
Hydrophis lapemoides

caledonie-csm_e-monsite.com
Hydrophis ornatus

www.siamensis.org
Lapemis curtus

commons.wikimedia.org
Laticauda colubrina

www.snakesoftaiwan.com
Laticauda laticauda

www.siamensis.org
Microcephalophis gracilis

life-sea.blogspot.com
Pelamis platurus

সাপ নিয়ে কিছু সংস্কার

১. দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পোষা—

বাংলার এই বিখ্যাত প্রবাদটির তীর্যক অর্থ সঠিক হতে পারে, তবে সরাসরি অর্থে এটি সঠিক নয়। সাপ কোনো তরল পদার্থ পান করতে পারে না, আর ফল সাপের খাদ্য নয়। তাই দুধ কলা আর যাকেই খাওয়ানো যাক, সাপকে খাওয়ানো যাবে না।

২. সাপের মাথায় মণি থাকে—

রূপকথার গল্পে যাই লেখা থাক, বাস্তবে কোনো সাপের মাথায় মণি-মুক্তো থাকে না।

৩. দাঁড়াস সাপের সাথে গোখরো সাপের মিলন হয়—

এই কথাটি ভুল। বাস্তবে দুটি ভিন্ন প্রজাতির সাপের মধ্যে মিলন হয় না।

৪. দাঁড়াস সাপ গরুর বাঁট থেকে দুধ টেনে খায়। এটি একটি অবাস্তব ধারণা।

৫. একটি সাপকে মারলে অন্য আরেকটি সাপ প্রতিশোধ নিতে আসে—

এরকমটি অবশ্য ঘটতে পারে। একটি সাপকে মারার সময় তার পায়ুছিদ্রের কাছে থাকা গন্ধ উৎপাদক গ্রন্থির রস আশপাশের মাটিতে বা সাপ মারার লাঠিতে লেগে যায়। একই প্রজাতির বিপরীত লিঙ্গের এক বা একাধিক সাপ এই গন্ধ বুঝতে পেরে যৌন আকর্ষণে চলে আসতে পারে। এটাকেই আমরা সাপের প্রতিশোধ নিতে আসা বলে মনে করি।

References :

* Deoras P.J.(1980): Snakes of India. National Book Trust, India.
* Whitaker Romulus (1997):Common Indian Snakes – A Field Guide. Macmillan India Limited.
* Whitaker Z and Whitaker R (1999): The snakes around us. National Book Trust, India.
* Mohapatra B, Warrell DA, Suraweera W, Bhatia P, Dhingra N, et al. (2011) Snakebite Mortality in India: A Nationally Representative Mortality Survey. PLoS Negl Trop Dis 5(4): e1018. doi:10.1371/journal.pntd.0001018.
* Times of India,December,2011:Snake bite kills 46K in Indiayearly.
*Browsing of different websites.

সাপের বিষদাঁত
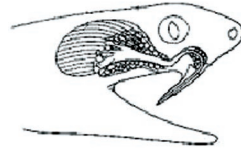
চন্দ্রবোড়া

গোখরো

গেছো বোড়া

শঙ্খচূড়

শাঁখামুঠি

সমুদ্র সাপ

চন্দ্রবোড়ার চোয়াল

গোখরোর চোয়াল

বেজি ও সাপ

www.arkive.org / www.photoshot.com